

সতীনের সংসার

ঢালিউডের মুভি দেখেছি কবে সে আমি ভুলে গেছি বেমালুম ।

এন,টিভির খাতিরে হঠাৎ স্ক্রীনে দেখি একটি মুভির নাম সতীনের সংসার।—

বাহ চমৎকার একটি একরোখা শব্দ । সারা ডিকশেনারি খুঁজে এর বিপরীত শব্দ পেলাম না কেন ? বোধ করি যে কালে ডিকশেনারি লেখা শুরু হয়েছিল সে কালে মেয়েরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি বা রাখেনি। আর সে কালে রাখবে! এ কালেই হলোনা মেয়েদের চেতনা । আজ ও তারা স্বামীকে বন্ধুর চেয়ে প্রভু ভাবে বেশী । আর যে প্রতিরোধ ভেংগে বেরিয়ে আসে সে চলে আবার বেপরোয়া । তার মানে এখনো স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাবোধের চেতনার ব্যালানসড ব্যবহার গড়ে ওঠেনি । সময়ের কাছে এখনো অনেক শিখতে বাকী । সে না হয় হলো , অন্তত আশা করি নিকট দূরত্বেই তা তৈরী হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মত । দীর্ঘ পরিক্রমায় বিক্রিয়া চলতে চলতে হঠাৎ করেই তৈরী হয় নূতন একটা জিনিষ। মেয়েদের চেতনা জিনিষ নয় বটে; তবে উপলব্ধির বিক্রিয়া বলতে পারেন । আসবে, আসতেই হবে। সে প্রত্যাশার পতাকা নীচে নামিয়ে রেখে এখন যাই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ।

যা বলছিলাম, সৎ+ই+ইন । সৎ শব্দটি পুংলিঙ (যদিও শব্দের ক্ষেত্রে লিঙ ভাগ আমি মানিনা) । তার সাথে ‘ই’ যোগ হয়ে, হয় সতী । তার মানে দাঁড়ালো সৎ পুরুষ ছাড়া নারীরা সতী হয় না, হতে পারে না । তাই নয় কি ? এবার আসুন আরো এক ধাপ এগিয়ে। সতীন । তিন সতে মিলে সতীন। বাহ ! চমৎকার দাঁড়ালো তো । খুব মজা । ঠিক বাচ্চারা মায়ের বকুনি খাবার পরে আইসক্রিম পেলে যেমন, সে রকম। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই তিন সতের উপাখ্যান কেবল মেয়েদের বেলায় কেন? যখন কোনো মেয়ের স্বামীর সাথে ছাড়া-ছাড়ির পরে স্বামী আবার অবিবাহিত মেয়েকে বিয়ে করে, তাকেও লোকে বলবে, ওর সতীন অথবা ওরা সতীন। দুই স্ত্রী এক সাথে থাকলে তো কথাই নেই । তারাতো জগতখ্যাত সতীন । কিন্তু যে মেয়ের স্বামী মারা গেলো কিংবা ছাড়া-ছাড়ি হবার পরে সে আবার অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে সেই দুই পুরুষের উপাধি কি হয় ? আজো স্পস্ট করে কিছু শুনিনি। এবং এই দুই পুরুষকে নিয়ে কারো কোনো আলোচনাও হয় না । যদি তাদের মধ্যে ঘটনাক্রমে একটা সহজ যোগাযোগ লোকে দেখে , তাকে বলে, “দুই ভদ্রলোক খুব ভালো , ওদের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব।” দেখলেন তো বিভেদটা । আবার ঐ দুই নারীই এই একই লোকের সামনে চিত্রকল্প হয়ে আসুক, বলবে, “ঐ যে দুই সতীনে ভাব কত” । তাদের জন্য না আছে বাহবা না আছে বন্ধুত্বের কোনো যুগপৎ উদাহরণ । কি নির্মম । কি নির্মম । আমি ভাবতেই পারিনা । এত যুগ পেরিয়েও কেনো কোনো মেয়ে আজো এই শব্দের নির্মূল উৎপাটন করেনি সেই মানবতা বিরোধী ডিকশেনারি থেকে । যে ডিকশেনারি উচ্চারণ করতে গেলেই উচ্চারিত হয় নারী । যেমন আজো শুনিনি কোনো খেয়াল বিশারদ নারীর নামের আগে পণ্ডিত । তা এই পণ্ডিত কি কেবল পুরুষ গায়ক/বাদকরাই হতে পারেন । পণ্ডিত্য পাশ করার সীমারেখা মেয়েদের জন্য কতদূর , কি ও কোন পর্যায়ে? সে বিষয়ে আলাদা করে লিখবো ।

আবার ফিরে আসি সতীন বিষয়ে । নারী, তোমরা নিজেদেরকে আর হেয়ো করো না, আর ছোট করো না । এই কঠিন দুর্গের পরীক্ষা তুমি একা কেনো দেবে । দিতে হলে তারাও(পুরুষ) ও দেবে তোমরাও দেবে । আর কতকাল আঁধারে লুকিয়ে নিজেকে বাঁচাবে লোভাতুর থাবা থেকে । এবার থাবা মারতে শেখো । থাবার বদলে থাবা । আবেগের বদলে আবেগ। তার মানে এই নয় যে

পৃথিবী ধংস করে দিতে হবে, যেমন আমেরিকা ধংস করে ইরাক, ইজরাইল ধংস করেছে লেবানন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো, পৃথিবীর ইতিহাসে আজো নারী পুরুষের মাঠে নেমে বোমাবাজী যুদ্ধ তো হয় নি। তার মানে কখনো হবে না এমন কি বলা যায়? যদি কখনো এমন হয়, তা হলে কে হবে বেশী শক্তিশালী? প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধের মাঠে অনুপ্রেরণা হয়ে নারী কাজ করেছে, পুরুষের সকল কৃতিত্বের পেছনে লেজুড় হয়ে একজন নারী কাজ করেছে। আজ যদি সেই লেজ নিজেই মাঠে নামে কি হবে এদের অবস্থা বলুন তো।

আসুন যুদ্ধটা এখান থেকেই শুরু করি। ডিকশেনারিতে হয় সতীন নামে আর কোনো শব্দ থাকবে না অথবা নুতন দুটো শব্দ যোগ হবে, এই সম্পর্ককে প্রকাশ করতে। জাগ্রত নারী! আশা করি তোমরা আমার সাথী হবে।

মৌ মধুবন্তী

অনুভব দিন জুলাই ২৯, ২০০৬

কুইনস ভিলেজ, নিউইয়র্ক।

mou_poet@yahoo.ca